R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ৯ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৪ সাল
১৫ই জুলাই, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্ টাকা

বি ডি ও এবং ই ও পির মদতে প্রচুর টাকার কাজ না করে খরচ দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ

জঙ্গিপুর ঃ লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিল্লার রহমানের বিরুদ্ধে অঞ্চলের মানুষের ক্ষোভ চরমে। সকলের মুখেই এক অভিযোগ, তিনি সরকারী অর্থ নিজের ভোগে লাগিয়ে কোন কাজ না করেও খাতাপত্রে সব কাজ শেষ করা দেখিয়েছেন। প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকার মত কাজ হিসাবে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ—প্রধানের দুর্নীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ই ও পি মঞ্জুর হোসেন এবং বি ডি ও সেলিম পটুয়া। ই ও পি নাকি তাঁর খাতাপত্র গোপনে ঠিকঠাক করে দুর্নীতিতে মদত জুগিয়েছেন। আরও অভিযোগ—প্রধানের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব বরোদার কাশিয়াডাঙ্গা শাখার ম্যানেজারেরও গোপন যোগসাজশ রয়েছে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নাকি প্রধানের নির্দেশ মতো ডি আর ডি এ লোনের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রাপকের কাছ থেকে টাকা দেবার সময় দুশো টাকা করে কেটে রাখছেন। কেও দিতে আপত্তি জানালে বা এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে অযথা দিনের পর দিন ঘোরানো হচ্ছে! উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের এই সব অভিযোগের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং সে সম্বন্ধে তদন্ত হওয়ারও প্রয়োজন বলে ভুক্তভোগী জনসাধারণ মনে করেন। বি ডি ও, ই ও পি ও ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে লক্ষ্মীজোলা অঞ্চল প্রধানের একটা গোপন যোগাযোগের প্রমাণ স্বরূপ কিছু কাগজপত্র আমাদের দপ্তরে এসেছে। বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন জনহিতকর কাজকে বানচাল করে দিয়ে নিজেদের পেট ভরানোর অপচেষ্টা (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর পুরসভায় নাটক জমজমাট, রাজার ভূমিকায় দু'জন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ পুরপতি পরমেশ পাণ্ডের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ জুলাই নতুন পুরপতি নির্বাচনের দিন ধার্য্য ছিল। কিন্তু নাটকীয়ভাবে পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে অফিসে এসে নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বলেন তিনি তো পদত্যাগই করেননি, তাহলে পুরপতি নির্বাচন হয় কি করে? হতবাক কমিশনারমণ্ডলীকে আরোও হতবাক করে দিয়ে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র সভায় দাখিল করতে বলেন। হৈ হট্টগোলের মাঝখানে তিনি নিজেকে চেয়ারম্যান 'আছি এবং থাকবো' বলে ঘোষণা করেন। পরে তিনি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলে ক গ্রেস (ই) কমিশনাররা বামজোট ত্যাগী সি, পি, আই দলের কমিশনার দিলীপ সাহাকে আটজনের সমর্থনে চেয়ারম্যান মনোনীত করেন ও দিলীপ সাহাকে চেয়ারম্যানের আসনে বসান। খবর পেয়ে পরমেশ পাণ্ডে অফিসে এসে দিলীপ সাহাকে চেয়ার ছাড়তে আদেশ দেন। কিন্তু তাঁর কথার গুরুত্ব না দিলে পরমেশবাবু দিলীপ সাহার মুখ আগলে টেবিলে বসে কাজ করতে থাকেন। বামজোটের অন্যান্য কমিশনাররা চেয়ারম্যান নির্বাচন সংক্রান্ত সভায় যোগ না দিয়ে চুপচাপ থাকেন। তাঁদের এক মুখপাত্র আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, পরমেশবাবুর চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে কাগজপত্র দাখিল করতে না পারায় বিধিগতভাবে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের সভা হতে পারে না। এবং কংগ্রেস (ই) সমর্থক চেয়ারম্যানকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করার বৈধ অধিকার নির্বাচন পরিচালকের থাকতে (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সিটুর নেতার হাতে সি এম ও এইচ প্রহৃত

নবারুণ পয়েন্ট ঃ সম্প্রতি ফরাক্কা এন টি পি সির হাসপাতালের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ কে, কে, দাশগুপ্ত বিদ্যুৎ প্রকল্পের সি আই টি ইউ এর সাধারণ সম্পাদক কানাই মিশ্র ও তাঁর দলের লোকদের হাতে প্রহৃত হন। প্রকাশ, কানাই মিশ্র ও তাঁর দলের সাতজন মেডিক্যাল বিল ও মেডিক্যাল টি এ বিলে স্বাক্ষরের জন্য সি এম ও এইচ ডাঃ কে, কে, দাশগুপ্তের চেম্বারে গেলে উনি বিলগুলো দেখে স্বাক্ষর করতে রাজী হন না। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কানাই মিশ্র ও তাঁর লোকদের বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। পরে ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁদের হাতে প্রহৃত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে অন্যান্য ডাক্তাররা ইমারজেনসি খোলা রেখে পুরো দেড় দিন আউটডোর বন্ধ রাখেন। এবং জেনারেল ম্যানেজারের কাছে এই ঘটনার প্রতিকার দাবী করেন। কানাই মিশ্রও জেনারেল ম্যানেজারের কাছে সি এম ও এইচ ও তাঁর লোকজনের হাতে লাঞ্ছিতের পাল্টা অভিযোগ করেন এবং জি এম অফিসের সামনে মিছিলসহ বিক্ষোভ দেখান।

সাঁঝরাতে গৃহস্থের বাড়ী থেকে ৫০ হাজার টাকা লুঠ

ধুলিয়ান ঃ গত ১১ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ স্থানীয় ব্যবসায়ী পরমেশ্বর আগরওয়ালার বাড়ীতে ৮/১০ জন দুর্বৃত্ত হানা দিয়ে নগদ টাকা ও সোনার গয়নায় প্রায় ৫০ হাজার টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়। প্রকাশ, ঘটনার সময় গৃহকর্তা অন্যান্যদের নিয়ে টিভিতে ছায়াছবি দেখছিলেন। সে সময় দুর্বৃত্তরা পিস্তল ছোরা প্রভৃতি নিয়ে হানা দেয়। তারা পরমেশ্বরবাবুর স্ত্রীকে দিয়ে উপরতলার (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে আষাঢ়, বুধবার ১৩৯৪ সাল।

দূর অস্ত

শিক্ষার সঙ্গে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট, বর্তমানে সর্বস্তরে নানাপ্রকার দুর্নীতি অব্যাহত গতিতে চলা সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে এই কলুষ বেশ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। কিন্তু এখন সব কিছুর হিসাবে গরমিল হইতেছে। এই পবিত্র বিভাগেও কলুষ স্পর্শ লাগিয়াছে। অর্থাৎ দুর্নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বহু কথা শ্রুত হয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায় শিক্ষার লক্ষ্য মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। তাই মানবিক গুণাবলীর সার্বিক উন্মেষ ঘটায় শিক্ষা এবং সেইজন্য শিক্ষক হইবেন তদুপযুক্ত। তাঁহার দৃষ্টান্তে শিক্ষার্থীরা গড়িয়া উঠিবে, দেশের সুযোগ্য নাগরিক হইবে। দেশ ও সমাজের কল্যাণকর হইবে। কিন্তু আদর্শহীন ভ্রষ্ট চরিত্র শিক্ষক হইতে তাঁহাদের মঙ্গল সাধিত হয় না। এইরূপ শিক্ষক দেশ ও সমাজের ক্ষতিসাধনই করিয়া থাকেন।

অথচ পরম পরিতাপের বিষয় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা প্রকার দুর্নীতির সংবাদ আজ আর অমিল নহে। সাম্প্রতিককালে এই মহকুমার কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তহবিল আত্মসাৎ করিবার সংবাদ মিলিয়াছে। শিক্ষকদের অবসরকালীন একমাত্র সম্বল যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, তাহার টাকা অতি সুচতুর কৌশলে আত্মসাৎ করা হইয়াছে। আমাদের পত্রিকার গত ১লা জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সমসেরগঞ্জ থানার একটি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক নাকি শিক্ষকের পাওনা বকেয়া টাকা তছরূপ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া ডি, আই, অব, স্কুলস (মাধ্যমিক) যথাযথ রিপোর্ট দিয়াছেন (মেমো নং ১০৫০/১(৩) তাং ২৬-৫-৮৭)।

ঘটনায় জানা যায় যে, উক্ত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জনৈক এম, এ, বি-এড শিক্ষককে সাধারণ গ্রাজুয়েটের বেতন প্রদান করিতেন। পরে তাঁহার উপযুক্ত স্কেলের বকেয়া টাকা আসিলেও তিনি সব টাকা তাঁহাকে দেন নাই। ইহা তদন্তে ধরা পড়ে। ইহা ছাড়াও প্রধান শিক্ষক নাকি রেগুলার ছাত্র হিসাবে এম, এ পড়িলেও যথারীতি হাজিরা দেখাইয়া বেতন লইয়াছিলেন এবং অপর একজনের জন্যও এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সরকারী নিয়ম না মানিয়া তিনি নিজের পুত্র ও কন্যাদের জন্য বিড়ি ওয়েলফেয়ার বোর্ড (উড়িষ্যা) হইতে সাহায্য আদায় করিয়াছেন। তদন্তে ইহাও ধরা পড়ে। অথচ উক্ত শিক্ষক এ পর্য্যন্ত বহাল তবিয়তে রহিয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ।

কিন্তু এহ বাহ্য। শেষ পর্যন্ত পর্বতের মূষিক প্রসব হইতে পারে। কেন না, আজকাল যে কোনও অন্যায়ের প্রতিবিধান হওয়া প্রায় সুকঠিন। রাজনৈতিক পক্ষপুটাশ্রয় থাকিতে কাহারও কোন ভাবনা নাই। উর্ধ্বতম মহল হইতে নিম্ন মহল পর্যন্ত (শুধু শিক্ষা বিভাগ নয়, সকল স্তরেই) কোটি কোটি টাকা হইতে কয়েক হাজার বা কয়েক শত টাকা তছরূপ আজ সর্বত্র দেখা যাইতেছে। প্রতিকার দূর অস্ত।

ভিন্নচোখে

স্বপ্ন দেখতে খুবই ভালো লাগে। আর স্বপ্ন মিষ্টি হলে তো কথাই নাই। মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। আবার আমরা জেগেও স্বপ্ন দেখি। এমনি অহরহ অসংখ্য স্বপ্ন মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে দেখেছে। এখনও দেখছে। মানুষ সজ্ঞানে স্বপ্ন দেখে তার নোতুন' কর্মপ্রচেষ্টা যেন সফল হয়। অথবা কোন সমাজসেবী স্বপ্ন দেখে তার গ্রাম আদর্শ গ্রামের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের নায়ক দেবু পণ্ডিত স্বপ্ন দেখেছিল এক নোতুন গ্রামের। এক নোতুন পঞ্চগ্রামের '...পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার ; সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি সাহস, অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর ; শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, আহার্যের শক্তিতে-ঔষধের আরোগ্যে নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম ; মানুষ হইবে বলশালী, পরিপুষ্ট, সবলদেহ—আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে, বুকের পাটা হইবে এতখানি, অদম্য সাহসে নির্ভয়ে তাহারা চলাফেরা করিবে। নূতন করিয়া গড়িবে ঘর-দুয়ার, পথঘাট। ঝকঝকে বাড়ীগুলি অবারিত আলোর উজ্জ্বলমুক্ত বাতাসের প্রবাহে নির্মল সুস্নিগ্ধ। সুন্দর সুগঠিত সুসমান পথগুলি বাড়ীর সম্মুখ দিয়া, পঞ্চগ্রামের মাঠের মধ্য দিয়া, সুদূর প্রসারী হইয়া চলিয়া যাইবে—শিবকালীপুর হইতে দেখুড়িয়া—দেখুড়িয়া হইতে মহাগ্রাম মহাগ্রাম হইতে কুসুমপুর. কুসুমপুর হইতে কঙ্কনা, কঙ্কনা হইতে ময়ুরাক্ষী পার হইয়া জংসনের দিকে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে যাইবে সেই পথ। সেই পথ ধরিয়া যাইবে পঞ্চগ্রামের মানুষ, পঞ্চগ্রামের শস্য বোঝাই গাড়ী দেশ-দেশান্তরে। শত গ্রামের-সহস্র গ্রামের মানুষ তাহাদের জিনিষপত্র লইয়া সেই পথ ধরিয়া আসিবে পঞ্চগ্রামে।' আচ্ছা আমরা যদি এভাবে স্বপ্ন দেখি আমাদের পৌরসভাকে ঘিরে। এতে কি কোন দোষ আছে। বোধ হয় স্বপ্ন দেখতে কোন ক্ষতি নাই। বাধাও নাই। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের মাঝে যে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তার উপর একটি অস্থায়ী সেতু নির্মিত হয়েছে। পৌরসভার সমস্ত অঞ্চলের রাস্তা ঘাট ঝকঝকে। সুন্দর জল নিকাশী ব্যবস্থা। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস। জঙ্গিপুরের (ওপার) সমস্ত ওয়ার্ডের মায়েদের জন্য একটি প্রসূতিসদন। সেখানে পরিচ্ছন্ন বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কুটির শিল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পানীয় জল ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে যাচ্ছে। পূর্বের পরিকল্পিত সুপার মার্কেটে লোকজনের ভীড়। কেনাবেচার গমগমে আওয়াজ। আর কেও সুপার মার্কেটের পরিত্যক্ত ঘরগুলোতে অস্থায়ীভাবে ডেরা বাঁধে না। নোংরা করে রাখে না, পা চড়িয়ে কোন যুবতী মহিলা কেশ পরিচর্যা করে না, সেখানে কোন রাঢ় অঞ্চলের গঙ্গাস্নানার্থী পুণ্যস্নান সমাপন করে বস্ত্র পাল্টায় না। কিম্বা বসে বসে আরাম করে তেলেভাজা-মুড়ি খায় না। সেখানকার অস্থায়ী বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৌরসভার প্রচেষ্টায় সুইমিং পুল হয়েছে। সেখানে কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতীরা ভীড় করছে। শিশু উদ্যানে শিশুদের কলকাকলি। ফুলতলার মোড়ে এক সুন্দর বাসষ্ট্যাণ্ড। তার চারপাশ ঘেরা। যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এ অঞ্চলের কৃতী সন্তানদের আবক্ষ মূর্তি।

এরকম একটি আদর্শ পৌরসভার স্বপ্ন দেখতে কার না ভালো লাগে। কার না সাধ হয়।

মণি সেন

আপনি কেমন আছেন ?

সাধন দাস

'আরে—রামবাবু যে! কেমন আছেন ?' —প্রশ্নটা যতই আন্তরিক শোনাক, আসলে তা অনেকটাই যান্ত্রিক ও নিষ্প্রাণ। অনেকদিনের জানাশোনা, পাশ কাটিয়ে চলে গেলে রামবাবু কি ভাববেন, তাই নেহাৎ কিছু বলা। এর উত্তরে রামবাবুরা তিন রকম বলতে পারেন। প্রথমতঃ 'আর কেমন থাকা মশাই, ছোট ছেলেটির পাঁচদিন থেকে জ্বর ছাড়ছে না, বড় মেয়ের এবারের সম্বন্ধটাও ভেঙ্গে গেল, বড় ছেলে মাধ্যমিকে কম্পার্টমেণ্টাল পেয়েছে আর নিজে তো দেখছেন বাতে ভুগছি।' রামবাবু আরেকরকম বলতে পারেন—'এই চলে যাচ্ছে মোটামুটি'। উনি আর ঝামেলার মধ্যে যেতে চান না. কেন না একটুখানির জন্য অফিস যাওয়ার বাসটা মিস হতে পারে। রামবাবু যদি সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগেন তাহলে হয়তো বলবেন—'মন্দ কি, ভালোই তো আছি।'

যে যাই বলুন, আমরা কিন্তু কেউই ভালো নেই। কোনো-না-কোনো যন্ত্রণায় আমরা অহরহ জ্বলছি। ভালো নেই,কারণ—'গোলাভরা ধান গোয়াল ভরা দুধ' এর যুগ আজ অনেকদূরের স্বপ্ন, ভালো নেই, কারণ—ট্যাঁকে কড়ি নেই, ভালো নেই কেন না ভালোবাসা নেই। 'সেই শান্তছায়ায় ঘেরা কৃষ্ণকলির দিন' পেরিয়ে আমরা বৈশাখের খরমধ্যাহ্নে উদাসীন প্রান্তরের যাত্রী আজ। কেউ কারোর দিকে ফিরে চাইছে না, কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে হাত বাড়িয়ে তুলে নিচ্ছে না, সবাই যে যার চলায় ব্যস্ত, অথচ ক্লান্ত হয়ে গেলে বসে একটুখানি জিরিয়ে নেবো তেমন গাছের ছায়াও নেই। এমনই 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ'।

সামাজিক বিশৃঙ্খলা আমাদের ভালো থাকতে দিচ্ছে কই। শহরে যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততা, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি, রাজনীতির ছক্কাপাঞ্জা সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য, 'অফিস আর বড়বাবু' 'ঘর আর ঘরণী' নিয়ে 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলিতেও আজ গ্রাম্য দলাদলি, হিংসা, স্বার্থপরতার একচেটিয়া দাপট। ভালো থাকতে দিচ্ছে না অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য, বেকারের পকেট গড়ের মাঠ দেখে প্রেমিকা গুটিগুটি কেটে পড়ছে নতুন জোটানো ব্যাঙ্ক অফিসারের সঙ্গে, মোহিনীবাবু বিয়ের পর স্ত্রীকে একটাও সাউথ-ইণ্ডিয়ান দিতে পারেননি বলে তার গঞ্জনায় প্রেসার অ্যাবনরমাল হাই করে ফেলেছেন, নীলরঞ্জনবাবু বাজার থেকে লাউ এর সঙ্গে (৩য় পৃষ্ঠায়)

ঝাড়ুদার ধর্মঘটে এন টি পি সি অস্বাস্থ্যকর

নবারুণ পয়েন্ট : ফরাক্কা এন টি পি সির টেম্পোরারি টাউনশীপ অফিসে কর্মরত ঠিকাদারদের নিয়োগ করা ঝাড়ুদার ও বাগিচা শ্রমিকরা গত ১ জুলাই থেকে সি আই টি ইউ এর নেতৃত্বে ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাঁদের দাবী—কর্মীদের পরিবারবর্গের চিকিৎসার সুযোগ, বাসস্থান, নিয়ম মতো ছুটি ও নির্দিষ্ট মাস মাইনা ইত্যাদি। দীর্ঘ ধর্মঘটের ফলে অফিস চত্বর ও টাউনশীপে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অনুসন্ধানে জানা যায় অফিসের পায়খানা-বাথরুমের নালির মুখগুলো ইট চট দিয়ে বন্ধ করে সেগুলোকে ব্যবহার অনুপযোগী করে তোলা ও টেবিল থেকে কাগজপত্র গায়েব করে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির এক চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। এন টি পি সির নিজস্ব ঝাড়ুদাররা কাজ করতে গেলে তাঁরা বাধা দিচ্ছেন। বিদ্যুৎ প্রকল্পের সংরক্ষিত এলাকায় এক পক্ষকাল ধরে এত সব কাণ্ড চলা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ চুপচাপ। উল্লেখ্য, গত ১১ জুলাই প্রকল্পের চীফ পারসোনেল ম্যানেজার এক নির্দেশে ফিল্ড হোস্টেল, নিজ নিজ বাসস্থান এলাকা পরিষ্কার রাখার জন্য কর্মীদের অনুরোধ জানিয়ে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

সি পি এমের গণতান্ত্রিক কনভেনশন

ধুলিয়ান : গত ৪ জুলাই এখানে সি পি এমের উদ্যোগে গণতান্ত্রিক কনভেনশন ডাকা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের এম পি জয়নাল আবেদিন। অন্যান্যদের মধ্যে ফরাক্কার এম এল এ আবুল হাসনাৎ খাঁন, অরঙ্গাবাদের এম এল এ তোয়াব আলি ও জেলার নেতা তুষার দে। এই কনভেনশনে বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম। জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রতিশ্রুতি, কংগ্রেস দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তলায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ গড়ে তোলা। তারাপুর ও সাজুর মোড়ে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য টি বি হাসপাতাল নির্মাণ ত্বরান্বিত করা। ফিডার ক্যানেলের পশ্চিমপাড়ের জল নিষ্কাশন ও গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন ও বিড়ি শ্রমিকদের পরিচিতি পত্র দান প্রভৃতি। সম্মেলনে বিড়ি শ্রমিকদের এক বিশাল অংশ যোগদান করে।

থানা নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ফরাক্কা গত ১১ জুলাই স্থানীয় সি পি এম দলের উদ্যোগে ও এম এল এ আবুল হাসনাতের পরিচালনায় এক বিক্ষোভ মিছিল ফরাক্কা থানা ঘেরাও করে। ফরাক্কা থানায় আইন শৃঙ্খলার ব্যর্থতা ও পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। সিটুর শ্রমিকরাও বিক্ষোভে যোগ দেন। শেষ পর্য্যন্ত থানার উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসাররা এম এল এ আবুল হাসনাতের সঙ্গে আলোচনায় বসে প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। এম এল এ উপস্থিত বিক্ষোভকারীদের কাছে তাঁর আলোচনার ফলশ্রুতি বর্ণনা করলে বিক্ষুব্ধরা ফিরে যান।

এ্যাডভোকেটরা মামলা করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের বিদায়ী এস ডি পি ও বিনয় চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে জেলা বার এ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি বিজয় গুপ্ত ৩০৭ ও ৩২৫ ধারায় মুর্শিদাবাদ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী বি, টি, পালের আদালতে একটি মামলা দায়ের করলেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন প্রখ্যাত আইনজীবী কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত ও স্বাধীন সান্যাল। বিনা দোষে জঙ্গিপুরের আইনজীবী অক্ষয় ভদ্র ও তাঁর ভাইকে অমানবিক প্রহার করার অপরাধের বিচারের জন্যই এই মামলা। ৬ জুন কয়েকজনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ।

আপনি কেমন আছেন ?

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কুচো চিংড়ি আনতে ভুলে গেছেন দেখে 'কলহপ্রিয়া তরুণী ভর্য্যা' দক্ষযজ্ঞ করলেন, হরিবাবুর পাশের বাড়িতে আজ দু'বছর রঙীন TV এসেছে, হরিবাবুর কোনো মুরোদ নেই—তাই নিয়ে অহর্নিশি অর্ধাঙ্গিনীর জ্বালাময়ী ভাষণ।

ভালো নেই, কেন না আমরা যত সভ্য হচ্ছি তত পরশ্রীকাতর হচ্ছি। পাশের বাড়ির ননীবাবুর মেয়ের বিয়ে যদি খুব সুপাত্রের সঙ্গে হয় তাহলে গোপনে ভাংচি দিচ্ছি, অবিনাশবাবুর সেজছেলের 'প্রায় হয়ে যাওয়া' চাকরীটা একটু সুযোগ পেলেই গড়বড়িয়ে দিচ্ছি, মেজভাই এর ছোট ছেলে কেমেষ্ট্রিতে ডক্টরেট করেছে শুনলে হিংসের জ্বলে-পুড়ে মরছি। এমনি করে কি ভালো থাকা যায় ?

ভালো নেই, কেন না আজ আমাদের মধ্যে অনেক দূরত্ব, তাই অনেক নিঃসঙ্গতা। দাদুর কোলে রূপকথার গল্প শুনতে নাতি-নাতনীরা আজ আর ঝাঁপিয়ে পড়ে না, বেকার ছেলে কোথায় কি করে বেড়ায় বৃদ্ধ বাবা তার নাগাল পায় না, কুড়ি বছর ঘর করে স্বামী তার স্ত্রীর মন পায় না, সবাই যে-যার নিজস্ব দ্বীপে বাস করে। পৃথিবী তাই শূন্য, হাহাকারে ভরা ভালো থাকবো কেমন করে ?

কিন্তু যাদের সব ছিলো, 'বধূ শুয়েছিল পাশে, শিশুটিও ছিলো, প্রেম ছিল, আশা ছিলো', যাদের 'বিবাহিত জীবনের স্বাদ, কোথাও রাখেনি কোনো খাদ', তারাও কিন্তু ভালো নেই, তারাও ফাল্গুনের রাতের আঁধারে একগাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থের ডালের দিকে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে কেন ? কারণ—জীবন যন্ত্রণা ! বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা দু'হাত উজাড় করে আমাদের আরামের জন্য সব দিয়েছে, তবু আমরা ডাকঘরের অমলের মতো জীবনব্যাধিতে আক্রান্ত, সব কাজ ফেলে হাঁ করে ডাকঘরের দিকে তাকিয়ে থাকি—কখন রাজার চিঠি আসবে, কখন অনন্তের আহ্বান আসবে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিশাল যক্ষপুরাতে রক্তকরবীর রাজার মতো আমরা বন্দী হয়ে গেছি ; একজন রঞ্জন, একজন নন্দিনীর বড় প্রয়োজন এসময় !

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কার্পোরেশন
National Thermal Power Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
FARAKKA : MURSHIDABAD : WEST BENGAL

Ref. No: FS: 42: O&M (Contracts): 373

Sealed Tenders are invited from experienced & resourceful Contractors for the following work. Tender documents can be obtained in person showing the Registration and Credentials from the office of undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of Tender documents for the work. Tenderer desiring documents by post should send Rs. 20/- only extra for the work,either by I.P.O.payable at post office,KhejuriaghatORDemand Draft in favour of NTPC Ltd., payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

Tender documents will be on sale from 10/07/87 to 20/07/87 from 9.00 hrs.to 12.00 hrs.& 14.30 hrs. to 16.00 hrs. Tenders will be opened on the following days, in presence of tenderers or their authorised representatives at 15.00 hrs.

Sl. No.	Name of Work	Approx. value of work (Rs)	Earnest Money (Rs)	Cost of Tender Paper(Rs)	Date of opening	Duration
1	House Keeping of Unit-I and Unit-II	7.7 lakhs	15500/-	100/-	21.7.87	one year

TERMS AND CONDITIONS:-

i) Proof of Registration, Tax Clearance Certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted along with the Tender.
ii) Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest money against any running bill is not acceptable and Earnest money to be submitted in any of the "Acceptable Form" as mentioned in Tender Papers. Tenderers registered with any other project of NTPC are not exempted from depositing EMD.
iii) NTPC takes no responsibility for delay OR non-receipt of Tender documents sent by post.
iv) NTPC does not bind itself to accept the lowest offer OR any offer and reserves the right to cancel any OR all offers without assigning any reason.
v) The G.C.C.shall also be binding besides the special conditions which can be seen in the office of the undersigned.

MANAGER (O&M/MTP)
NTPC/F. S. T. P.P.

PPS

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

মুর্শিদাবাদ কোঃ-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

বহরমপুর ॥ মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ এর সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ৫ই আগষ্ট বুধবার সকাল ১১ ঘটিকা হইতে বৈকাল ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ব্যাঙ্কের সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন হইবে।

'A' শ্রেণী সদস্য

ক্রমিক নং	নির্বাচন কেন্দ্র	এলাকা (ব্লকের নাম)	ভোট গ্রহণের স্থান	প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন
১।	বহরমপুর	বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ	বহরমপুর ব্যাঙ্কের সদর অফিস	৭
২।	নবগ্রাম	নবগ্রাম, কান্দি মহকুমা	বহরমপুর ব্যাঙ্কের সদর অফিস	১০
৩।	বেলডাঙ্গা	বেলডাঙ্গা ১নং ও ২নং ব্লক	বেলডাঙ্গা মার্কেটিং সমিতির অফিস	৬
৪।	নওদা	নওদা	ত্রিমোহিনী নওদা মার্কেটিং সমিতির অফিস	৬
৫।	হরিহরপাড়া	হরিহরপাড়া	হরিহরপাড়া মার্কেটিং সমিতির অফিস	৭
৬।	রাণীনগর	রাণীনগর ১নং ও ২নং ব্লক	ইসলামপুর ব্যাঙ্কের শাখা অফিস	৬
৭।	ডোমকল	ডোমকল	ডোমকল মার্কেটিং সমিতির অফিস	৪
৮।	জলঙ্গী	জলঙ্গী	কালীগঞ্জ, জলঙ্গী মার্কেটিং সমিতির অফিস	৫
৯।	ভগবানগোলা	ভগবানগোলা ১নং ও ২নং, লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ—২নং	ভগবানগোলা মার্কেটিং সমিতির অফিস	৪
১০।	সাগরদীঘি	সাগরদীঘি, সুতী-১নং ও ২নং, ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ-১নং	সাগরদীঘি মার্কেটিং সমিতির অফিস	৭

বিশেষ সুবিধাভোগী সদস্যগণ

ক্রমিক নং	নির্বাচন কেন্দ্র	এলাকা	ভোট গ্রহণের স্থান	প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন
১।	বহরমপুর (Preference)	ব্যাঙ্কের সমগ্র এলাকা	বহরমপুর ব্যাঙ্কের সদর অফিস	১

'C' শ্রেণী (সমবায় সমিতি) সদস্যগণ

সমবায় সমিতি (সদস্যগণ কার্য্যকরী কমিটি (Managing Committee) এর প্রস্তাবসহ তাঁহাদের প্রতিনিধির নাম ও স্বাক্ষর সনাক্ত করিয়া ৪-৮-৮৭ এর বৈকাল ৩ ঘটিকার মধ্যে ব্যাঙ্কের নির্বাহী আধিকারিক মহাশয়ের নিকট নিজে বা প্রতিনিধি মারফৎ জমা দিবেন। প্রতিনিধিকে আইনানুযায়ী অবশ্যই যোগ্য হইতে হইবে।

পর পৃষ্ঠায়

A শ্রেণী ও বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন বিষয়ক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১। ১৮-৭-৮৭ তাং-এ ভোট দিতে যোগ্য সদস্যগণের তালিকা (সংশোধন সাপেক্ষে) ব্যাঙ্কের বহরমপুর মুখ্য ও ইসলামপুর শাখা অফিসে টাঙানো হইবে।

২। উক্ত সদস্য তালিকা (ভোটার) সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে সংশোধনীর জন্য ২১-৭-৮৭ ও ২২-৭-৮৭ তাং এ সকাল ১১টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত নির্ব্বাহী আধিকারিকের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন।

৩। ২৩-৭-৮৭ তাং এ চূড়ান্ত তালিকা (ভোটার) ব্যাঙ্কের বহরমপুর ও ইসলামপুর অফিসে টাঙানো হইবে।

৪। ২০-৭-৮৭ ও ২৮-৭-৮৭ তাং এ ব্যাঙ্কের বহরমপুর মুখ্য অফিস হইতে দুপুর ১২টা হইতে বৈকাল ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত মনোনয়ন পত্র লিখিত দরখাস্ত মোতাবেক পাওয়া যাইবে।

৫। ২৭-০-৮৭ হইতে ২৯-৭-৮৭ তাং পর্য্যন্ত বহরমপুর অফিসে দুপুর ১২টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়া হইবে।

৬। ৩০-৭-৮৭ এ বেলা ১ ঘটিকায় মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করা হইবে ও প্রতীক বন্টন করা হইবে। পরীক্ষান্তে যোগ্য প্রার্থীগণের তালিকা বহরমপুর মুখ্য অফিসে প্রকাশিত হইবে।

৭। ৩১-৭-৮৭ এ সকাল ১১টা হইতে বৈকাল ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করা যাইবে এবং ঐ দিন বৈকাল ৬ ঘটিকায় প্রার্থীগণের তালিকা ব্যাঙ্কের বহরমপুর মুখ্য অফিসে প্রকাশিত হইবে।

৮। ৫-৮-৮৭ তাং-এ উপরোক্ত কর্ম্মসূচী অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হইবে এবং ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ শেষে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের নাম ঘোষণা করা হইবে।

বিঃ দ্রঃ—মনোনয়ন পত্র ঠিকমত পূরণ করিতে হইবে এবং প্রস্তাবক ও সমর্থক একই নির্ব্বাচনী এলাকাভুক্ত সদস্য হইবেন।

স্বাঃ রত্নাকর দাস
নির্ব্বাহী আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ
ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

১৪/৭/৮৭

[নির্ব্বাচন বিষয়ে নির্ব্বাহী আধিকারিক বা ব্যাঙ্কের ডেপুটী ম্যানেজারের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে।]

Memo No. 27/(4)/4CDB Date 14-7-1987-88

নয়া শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে শিক্ষক বিক্ষোভ

ধুলিয়ান ঃ বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি এক বিক্ষোভ সভায় শিক্ষক নেতা দ্বারিকানাথ দাস বলেন, আগামী ১২ ও ১৩ অক্টোবর দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষা-নীতির বিরুদ্ধে গণডেপুটেশন ও সর্বভারতীয় কনভেনশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ৪০ বৎসরেও আমাদের দেশের স্বাক্ষরতার হার তেমন কিছু বৃদ্ধি পায়নি। আমাদের দেশে শিক্ষার উপর সঠিক কোন নীতি নির্দ্ধারিত না হওয়ায় নিরক্ষতার হার বরং বেড়ে চলেছে এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পৃথিবীতে ভারত নিরক্ষতায় প্রথম স্থান পাবে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু সরকার নয়া শিক্ষানীতির মাধ্যমে যা করতে চাইছেন তার ফল আরোও মারাত্মক হবে বলে শিক্ষকরা মনে করেন। পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক-ভাবে এই সমিতি প্রতিবাদ মুখর হলেও বামফ্রণ্টের শরিক দলের শিক্ষক সংগঠনগুলি কাজের কাজ কিছুই করছেন না বলে শিক্ষক-নেতা দ্বারিকানাথ এক বিবৃতিতে একথা জানান। তিনি আরোও বলেন—এই সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত বুদ্ধিজীবি মানুষকে প্রতিবাদ মুখর হতে হবে ও সরকারী নীতির বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলনে নামতে হবে।

ফঃ ব্লকের আন্দোলন

ধুলিয়ান ঃ ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ হোসেন জানান, ধুলিয়ানে বিভিন্ন কারখানা বন্ধ হয়ে রয়েছে। যে কটি চালু আছে সেখানেও নিয়োগের বা ছাঁটাইয়ের কোন নিয়মনীতি মেনে চলা হচ্ছে না। এইসব অবিচার দূরীকরণের দাবীতে ও অন্যান্য দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লক জুন জুলাই আগষ্ট এই তিন মাস ব্যাপী লাগাতার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক যুবলীগ সভ্যরা এমপ্লেয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধেও বিক্ষোভে নামছেন। দাবীগুলির মধ্যে অন্যতম হলো, সরকারী বেসরকারী যে কোন প্রতিষ্ঠানে এক্সচেঞ্জ মারফৎ নিয়োগ করতে হবে। এক্সচেঞ্জের ইউনিট টুকরো টুকরো করে ব্লক স্তরে সীমাবদ্ধ করতে হবে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমিয়ে আনার প্রয়োজনেই তা করতে হবে ইত্যাদি।

জঙ্গিপুর কলেজ শিক্ষা-কর্মীরা ইউনিয়ন পাল্টালেন

জঙ্গিপুর ঃ গত ৭ জুলাই স্থানীয় কলেজ শিক্ষাকর্মী সমিতির এক জরুরী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে উক্ত কলেজের সমস্ত শিক্ষাকর্মী 'যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের' সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করবেন। সেইমতো গত ৮ জুলাই থেকে তারা নতুন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বলে জানা যায়।

জঙ্গিপুরে নতুন এস ডি পি ও

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১২ জুলাই জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ অফিসারের দায়িত্বভার নিলেন এস, এস, পাণ্ডা। জঙ্গিপুরের মানুষ তাঁর কাছ থেকে সুষ্ঠ প্রশাসনিক তৎপরতা আশা করেন। উল্লেখ্য, এস, ডি, পি, ওর পদাধিকারী বিনয় চক্রবর্ত্তীর স্থলে তাঁকে ঐ পদে যোগ দেবার আদেশ দেওয়া হয়। বিনয় চক্রবর্ত্তীকে, স্থানীয় সি, আই, অফ পুলিশকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে নদীয়া হেড কোয়াটারে ডি, এস, পি (ডি এণ্ড টি) পদে বদলী করা হয় স্থানীয় এ্যাডভোকেটদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে।

সি পি এম পরিচালিত বিক্ষোভ মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ : বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা দূরীকরণের দাবীতে মহকুমাব্যাপী ব্লক, থানা ও মহকুমা কনভেনশনের সমাপ্ত দিবসে ১৪ জুলাই মহকুমার প্রায় ৫০০ বিক্ষুব্ধ মানুষের এক মিছিল মহকুমা শাসকের অফিসে এসে থামে। সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম তারাপুরে ও সাঁজুর মোড়ে বিড়ি শ্রমিকদের স্বার্থে টি বি হাসপাতাল নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করা, ফীডার ক্যানেলের ফলে মজুত জলা অঞ্চলের জল নিষ্কাশন করে ডুবে যাওয়া কৃষিজমি উদ্ধার, গঙ্গাভাঙ্গন রোধ ও জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের মধ্যে পারাপারের সেতু নির্মাণ। মিছিলের নেতারা মহকুমা শাসকের কাছে বিভিন্ন দাবী নিয়ে গণডেপুটেশন দেন ও স্মারকলিপি পেশ করেন।

সে দিনের খুনীরা ধরা পড়লো

সাগরদীঘি : গত ৮ জুলাই জসা বাস ষ্টপেজে হত্যা ও শীতলপাড়ায় বাড়ী লুঠের আসামীদের মধ্যে ৪ জনকে ৯ জুলাই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে কয়েকটি পাইপগানও উদ্ধার করা হয়। দুর্বৃত্ত দলপতি বলে কথিত লালচাঁদ সেখ এখনও পলাতক।

রাজার ভূমিকায় দু'জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পারে না। সর্ব প্রথম, পদত্যাগ প্রশ্নের বিধিগত ফয়সালা হওয়া দরকার। এইসব হট্টগোলের মাঝেই দিনের কাজ শেষ হয়। অশান্তির আশংকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কে আইনানুগ পুরপতি তার ফয়সালা করবে হবে বলা কঠিন। তবে নাটকীয় ভাবে জঙ্গিপুর পুরবাসী এখন দু'জন পুরপতি উপহার পেলেন নন্দলাল কমিশনারদের দৌলতে। অবশ্য নাটক যে এইখানে শেষ হল তা নয়। এরপর চলবে মামলা মোকদ্দমা। ফলশ্রুতি ডামাডোল। কাজকর্ম, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হবে। আবার এও হতে পারে কংগ্রেস (ই) পক্ষ নিজেদের হাতে যেনতেন বোর্ডের কর্তৃত্ব রাখতে মামলার পথে না গিয়ে পরমেশবাবুকে মেনে নিয়ে বিরোধ মিটিয়ে নিতেও পারেন। অবস্থা কি দাঁড়াবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। তবে আপাততঃ কংগ্রেস (ই) এর জয় হয়েছে বলতে হয়। কেন না তাঁরা বামজোটে ভাঙন ধরিয়ে সি পি আই এর দিলীপ সাহাকে তাঁদের দলে আনতে পারায় তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েই গেল। আর পুর জনগণ আবারও প্রমান পেলেন তাঁরা যাঁদের নির্বাচিত করেছেন তাঁরা জনগণের কথা চিন্তা করার চেয়ে ক্ষমতালিপ্সায় মত্ত হতে বেশি ভালোবাসেন। নন্দলাল কমিশনারদের এই নাটুকে খেলায় তাঁরা দেশের মানুষের চোখে জঙ্গিপুরকে খেলো ও হাস্যাস্পদ করে তুললেন।

৫০ হাজার টাকা লুঠ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলমারি খুলিয়ে গয়না-টাকা হাতিয়ে নেয়। পুলিশ সন্দেহবশতঃ পরমেশ্বর বাবুর দোকানের জটৈক কর্মচারী রাসেল সেখকে গ্রেপ্তার করে। তার স্বীকারোক্তিতে জানা যায় সে মহেরজপুরের ঐ দুর্বৃত্ত দলের পাণ্ডা আবদুল সেখকে খবর দেয় এবং বাড়িতে প্রবেশে সাহায্য করে। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে ও পরমেশ্ববাবুর হাতঘড়িটি উদ্ধার করে। আবদুল সেখ বেপাত্তা। ১২ জুলাই জেলা পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

খরচ দেখানো হয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চালিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেস (ই) অঞ্চল প্রধান জিল্লার রহমান—একথা জানান সারা ভারত কৃষক সভার এক নেতা। তাঁর আরও অভিযোগ—বি ডি ওকে সব কিছু জানিয়েও তাঁরা কোন পরিবর্ত্তন দেখতে পাননি। এন আর ই পি. ডি আর ডি এ, গাছ লাগানো ইত্যাদি প্রকল্পের লক্ষাধিক টাকা তছনছ হয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। গ্রামের মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠা সত্ত্বেও কোন তদন্ত না হওয়ায় এবং সরকারী আমলাদের চোখ উল্টানো ভাবই প্রধানের সঙ্গে তাঁদের গোপন আঁতাতের সন্দেহ জাগাতে সাহায্য করছে বলে স্থানীয় বুদ্ধিজীবী মহল মনে করেন।

সকলের প্রশংসিত

এল এণ্ড টি, মোদি, এ সি সি এবং দুর্গাপুর সিমেন্ট নির্ভয়ে ব্যবহার করুন।

এদের উচ্চ শক্তি, সুনিশ্চিত মূল্য ও অপরিবর্তিত উৎকর্ষতা আপনাকে নিশ্চিত করবে।

তাই নানা প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার :

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ) । ফোন : জঙ্গিঃ ২৫

ব্রাঞ্চ : ফুলতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন : রঘুঃ ১৬৬

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP

সকল অনুষ্ঠানে VIP

ভ্রমণের সাথী VIP

এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেন্টারে

এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।